অহংকারী ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর প্রেরিত আজাবসমূহ

ইসলামের ইতিহাসে এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সবচেয়ে শিক্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়গুলোর একটি হলো অহংকারী ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর প্রেরিত আজাবসমূহের কাহিনী। নিজেকে খোদা দাবি করা ফেরাউনকে চরম শিক্ষা দিতে এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করতে আল্লাহ তাআলা প্রকৃতির নিয়ম ওলটপালট করে ৫টি ভয়ানক নিদর্শন বা আজাব পাঠিয়েছিলেন।

আপনার দেওয়া মূল ভাব অনুযায়ী সেই অলৌকিক ও ঐতিহাসিক গল্পটি নিচে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হলো:

নীল নদের রক্ত ও মিশরের ধ্বংসযজ্ঞ: ফেরাউনের ওপর ৫টি ভয়ানক আজাব ✨

১. অহংকারের চূড়ায় ফেরাউন

হযরত মুসা (আ.) যখন লাঠি ও উজ্জ্বল হাতের অলৌকিক মোজেজা নিয়ে ফেরাউনের দরবারে এক আল্লাহর দাওয়াত দিলেন, তখন ফেরাউন তা উপহাস করে উড়িয়ে দিল। সে বনী ইসরাঈলের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল এবং বলল, *"*মুসা! তুমি যতই জাদুকরী দেখাও, আমি তোমার আল্লাহকে মানব না।"**

তখন হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন যেন এই জালেম জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরাইশ বা কিবতী (ফেরাউনের অনুসারী) সম্প্রদায়ের ওপর একের পর এক ৫টি কঠিন আজাব অবতীর্ণ করলেন।

২. প্রথম আজাব: নীল নদের পানি রক্ত হয়ে যাওয়া

মিশরের মানুষের প্রধান অহংকার ছিল তাদের জীবনরেখা 'নীল নদ'। ফেরাউন দাবি করত, এই নীল নদ নাকি তারই ইশারায় প্রবাহিত হয়। তাদের এই অহংকার চূর্ণ করতেই আল্লাহ প্রথম আজাবটি পাঠালেন।

হঠাৎ একদিন পুরো মিশরের মানুষ সচকিত হয়ে দেখল—নীল নদের সেই স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা পানি চোখের পলকে গাঢ় লাল রঙের "তাজা রক্তে" রূপান্তরিত হয়ে গেছে! শুধু নীল নদই নয়, কুয়া, পুকুর, এমনকি কিবতীদের কলসি ও পাত্রে রাখা পানিও রক্ত হয়ে

গেল। রক্ত পচে পুরো মিশরে এক ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, মাছগুলো মরে ভেসে উঠল।

এখানেই ছিল আল্লাহর এক পরম অলৌকিক কুদরত! একই নদী থেকে যখন বনী ইসরাঈলের (মুসা আ.-এর অনুসারী) কোনো মানুষ পানি তুলত, তখন তা হতো একদম স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি। কিন্তু সেই পাত্র থেকে যখনই কোনো ফেরাউনের অনুসারী পানি পান করতে যেত, তা সাথে সাথে টসটসে রক্তে পরিণত হয়ে যেত! পিপাসায় ছটফট করতে করতে কিবতীরা বনী ইসরাঈলের লোকদের মুখ থেকে পানি কেড়ে নিয়ে নিজেদের মুখে ঢালত, কিন্তু তাদের মুখে যাওয়া মাত্রই তা আবার রক্ত হয়ে যেত।

৩. দ্বিতীয় আজাব: পঙ্গপালের আক্রমণ (তুফান ও পঙ্গপাল)

রক্তের আজাব দেখে ফেরাউন ভয় পেয়ে মুসা (আ.)-কে বলল, "তুমি তোমার রবের কাছে দোয়া করো, এই আজাব দূর হলে আমি ইমান আনব।"

মুসা (আ.) দোয়া করলেন এবং পানি স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন আবার তার ওয়াদা ভঙ্গ করল।

তখন আল্লাহ দ্বিতীয় আজাব হিসেবে কোটি কোটি 'পঙ্গপাল' (এক ধরণের ক্ষতিকর ফড়িং) পাঠালেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এসে পুরো মিশরের আকাশ অন্ধকার করে দিল। তারা কিবতীদের মাঠের সমস্ত সবুজ ফসল, গাছের ফলমূল, এমনকি ঘরের ভেতরের আসবাবপত্র পর্যন্ত খেয়ে সাবাড় করে দিল। এক নিমিষেই পুরো মিশর এক মরুভূমিতে পরিণত হলো, অথচ বনী ইসরাঈলের ফসলের মাঠগুলো একদম সুরক্ষিত রইল।

৪. তৃতীয় আজাব: উকুনের মহামারী

পঙ্গপালের আজাব চলে যাওয়ার পরও ফেরাউন যখন সোজা হলো না, তখন আল্লাহ পাঠালেন তৃতীয় আজাব। পুরো মিশরের ধূলিকণাগুলো আল্লাহর হুকুমে এক ধরণের ক্ষুদ্র ও কামড়প্রবণ পোকা বা 'উকুন' (উইপোকা)-এ পরিণত হলো।

এই উকুনগুলো কিবতীদের চুল, দাড়ি, পোশাক এবং বিছানায় এমনভাবে ছেয়ে গেল যে তারা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে বসতে বা ঘুমাতে পারত না। এই পোকাগুলোর কামড়ে তাদের পুরো শরীরে দগদগে ঘা তৈরি হয়ে গেল। তাদের খাবার দাবার, আটার খামির—সবকিছুর ভেতর কেবল উকুনের কিলবিলানি দেখা যেত।

৫. চতুর্থ আজাব: ব্যাঙের রাজত্ব

এরপর এলো চতুর্থ আজাব। হঠাৎ করে মিশরের সমস্ত নদী-নালা ও জলাশয় থেকে কোটি কোটি 'ব্যাঙ' উথলে উঠতে লাগল। ব্যাঙের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, কিবতীরা যখনই পা ফেলত, পায়ের নিচে ব্যাঙ পিষে যেত।

তারা যখন ঘুমাতে যেত, বিছানার চাদর তুললে শত শত ব্যাঙ লাফিয়ে উঠত। উনুন ধরাতে গেলে আগুনের ভেতর ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ত। তারা কথা বলার জন্য মুখ হাঁ করলেই মুখের ভেতর ব্যাঙ ঢুকে যেত! এই ভয়ানক উপদ্রবে কিবতীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

৬. পঞ্চম আজাব: প্লেগ ও রক্তের ফোস্কা (রক্তপাত)

সর্বশেষ ও পঞ্চম আজাব হিসেবে কিবতীদের ওপর অবতীর্ণ হলো এক মহামারী রোগ। তাদের প্রত্যেকের শরীরে বড় বড় ও বেদনাদায়ক ফোস্কা পড়তে লাগল, যা ফেটে পুঁজ ও রক্ত বের হতো। একই সাথে ছড়ালো এক ভয়ানক প্লেগ বা মহামারী, যাতে প্রতিদিন হাজার হাজার ফেরাউনের অনুসারী ছটফট করে মরতে লাগল।

টানা এই ৫টি আজাব দিয়ে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের অহংকারকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিবার আজাব এলে ফেরাউন মুসা (আ.)-এর কাছে ক্ষমা চাইত, আর আজাব চলে গেলে আবার অহংকার করত। অবশেষে, যখন হেদায়েতের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল, তখন আল্লাহ এই অহংকারী ফেরাউনকে তার দলবলসহ লোহিত সাগরের অথৈ পানিতে ডুবিয়ে চিরতরে ধ্বংস করে দিলেন।

গল্পের অমূল্য শিক্ষা:

- **আল্লাহর ক্ষমতার সামনে মানুষ অসহায়:** মানুষ নিজেকে যতই শক্তিশালী বা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত মনে করুক না কেন, আল্লাহর একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টির (যেমন পোকা বা ব্যাঙ) সামনেও সে কতটা অসহায়, এই গল্প তারই প্রমাণ।
- **প্রকৃতির ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ:** নীল নদের পানি রক্ত হওয়া এবং একই পাত্রের পানি দুই মানুষের জন্য দুই রকম হওয়া প্রমাণ করে যে—প্রকৃতির কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নেই, সবকিছু আল্লাহর হুকুমে চলে।

- **অহংকারের ভয়ানক পরিণতি: যারা সত্য জানার পরও অহংকারবশত নিজেদের শুধরে নেয় না, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য এমন অপমানজনক শাস্তি অবধারিত।**

https://www.facebook.com/share/p/1BNyBrGvDA/